জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-বাংলা

১. **'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত**— জোতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. গল্প

খ. নাটক

গ. উপন্যাস

ঘ. কবিতা

উত্তরঃ গ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যাঃ

- 'শেষের কবিতা' ১৯২৮ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়।
- এই উপন্যাসে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ আছে।
- শেষের কবিতার উল্লেখযোগ্য চরিত্র অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ।
- ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে, ১৮৬১ – ৭ আগস্ট, ১৯৪১ 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত উপন্যাস হলো
 রাজর্ষি,
 নৌকাডুবি, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন
 ইত্যাদি।
- রবীন্দ্রনাথের কিছু বিখ্যাত গল্প হলো
 দেনাপাওনা,
 পোস্টমাস্টার, খোবাবুর প্রত্যাবর্তন, সমাপ্তি,
 নষ্টনাড় ইত্যাদি।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত নাটক হলো
 শারদোৎসব,
 প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তধারা, ঐকতান, রক্তকরবী ইত্যাদি।
- ২. 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি কে লিখেছেন? জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩ ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ. রশীদ করিম ঘ. আবুল ফজল উত্তরঃ খ
 - বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:
 - 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়
 ১৯৬৮ সালে।

 - 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা।
 - তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পান ১৯৬১ সালে।
 - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের (১৯২২–১৯৭১) উল্লেখযোগ্য
 কর্ম— লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, নয়নচারা, দুই
 তীর, বহিপীর ইত্যাদি।

- • হমায়ুন আহমেদের উল্লেখযোগ্য কর্ম— নন্দিত
 নরকে, আগুনের পরশমণি, সৌরভ ইত্যাদি।
- আবুল ফজলের উল্লেখযোগ্য কর্ম— চৌচির, রাঙ্গাপ্রভাত, রেখাচিত্র ইত্যাদি।
- ৩. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটির কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩] ক. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে খ. বন্দী শিবির থেকে গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. নিজ বাসভূমে উত্তর: খ বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটির রচয়িতা শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬)।
- 'স্বাধীনতা তুমি'

 — মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিলের প্রথম

 দিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে কবিতাগুলো রচনা

 করেন।
- 'বন্দী শিবির থেকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায়।
- শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় 'মজলুম আদিব' (বিপর্ন লেখক) নামে কবিতা লিখতেন।
- তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য কর্ম
 প্রথম গান দ্বিতীয়
 মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা,
 নিজ বাসভূমে, স্মৃতির শহর ইত্যাদি।
- তিনি 'নাগরিক কবি' হিসেবে খ্যাত।
- তাঁর বিখ্যাত উজ্জি— "স্বাধীনতা তুমি, রবী ঠাকুরের অজর কবিতা" (স্বাধীনতা তুমি)।
- 8. 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'— এই গানটির রচয়িতা কে? জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩
 - ক. আব্দুল লতিফ খ. নজরুল ইসলাম বাবু গ. আলতাফ মাহমুদ ঘ. গোবিন্দ হালদার উত্তর: ক বিদ্যাবাডির ব্যাখ্যা:
 - ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'—
 গানটির রচয়িতা ও সুরকার হলেন আব্দুল লতিফ
 (১৯২৫—২০০৫)।

- ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ে লেখা তাঁর সবেচেয়ে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত গান— "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়"।
- আব্দুল লতিফ (১৯২৫-২০০৫) একজন খ্যাতনামা বাংলাদেশী গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী।
- তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর প্রথম সুরকার।
- এদেশের সঙ্গীতে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে ২০০২ সালে দেশের "সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার" হিসাবে পরিচিত "স্বাধীনতা পুরস্কার" প্রদান করা হয়।
- নজরুল ইসলাম বাবু "সব কটা জানালা খুলে দাও না", "একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা" গানের গীতিকার।
- আলতাফ মাহমুদ "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" গানটির বর্তমান সুরকার।
- গোবিন্দ হালদারের উল্লেখযোগ্য গান হলো মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ইত্যাদি।
- **৫. কোন বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?** [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]
 - ক. আমি ভাত খাচ্ছি
 - খ. আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
 - গ. আমি দুপুরে ভাত খাই
 - ঘ. তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ওঠ **উত্তর:** ক,গ বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

 - অসমাপিকা ক্রিয়া— যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না। বজার আরো কিছু বলার থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: প্রভাতে সূর্য উঠলে—। আমরা হাতমুখ ধুয়ে —। এখানে 'উঠলে' এবং 'ধুয়ে' ক্রিয়াপদগুলো দ্বারা কথা শেষ হয়ন। সুতরাং 'উঠলে' এবং 'ধুয়ে' পদ দুটোকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

৬. সিক্ত <u>নীলাম্বরী</u>— রেখাঙ্কিত পদের নাম কী? জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া

বিদ্যাবাডির ব্যাখ্যা:

বিশেষ্য
 — সিক্ত নীলাম্বরী, পুণ্যে মতি হোক, আপন
 ভাল সবাই চায়, এ এক বিরাট সত্য, নীল একটি
 রঙের নাম, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তিন আর
 সাতে দশ, মানুষ চেনা কঠিন, অল্পে সম্ভুষ্ট থাকা
 ভাল ইত্যাদি।

উত্তর: ক

- বিশেষণ
 এত অল্প ভাতে পেট ভরবে না, মাছ ধরা
 কি কেউ ছেড়ে দেয়, ওটা আমার দেখা শহর, পাপ
 কাজে সুখ নেই, নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচেছ
 ইত্যাদি।
- সর্বনাম— তুমি ও আমি সেখানে গিয়েছিলাম, তুমি ও আমি যাব, তুমি ও রহিম এই কাজটি করেছো ইত্যাদি।
- ক্রিয়া— তিনি গিয়েছিলেন, আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব, কী হয়েছে তোমাদের ইত্যাদি।
- ৭. 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি' এটি কোন ধরনের বাক্য?জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩

ক. সরল খ. জটিল

গ. যৌগিক ঘ. খণ্ড **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- একটি পূর্ণ বাক্যে যদি একটি প্রধান খন্ডবাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ড বাক্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন: খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি ইত্যাদি।
- যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে
 সরল বাক্য বলে। যেমন: পাখিগুলো নীল আকাশে
 উড়ছে, তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ইত্যাদি।
- দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এবং, ও, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ ইত্যাদি যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণ— লোকটি ধনী কিন্তু অসং। আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমি পড়াশোনা করব, ইত্যাদি।

- একটি জটিল বাক্যে পরস্পর সাপেক্ষ যে বাক্যগুলো থাকে তাদের সাধারণত খন্ডবাক্য বলে। যেমন: যে পরিশ্রম করে, সে জীবনে সফল হয়। তুমি যদি আস, আমি যাব ইত্যাদি।
- ৮. কৃৎ প্রত্য**য়যোগে গঠিত শব্দ নয় কোনটি?**জোতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. নাচন

খ. কেষ্টা

গ. স্থান

ঘ, শুনানি

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- ১. কেষ্টা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়। কেষ্ট + আ = কেষ্টা।
- সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে
 নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
 বলে। উদাহরণ— দৈর্ঘ্য, হৈমন্তিক, গৌরব, যশস্বী,
 নীলিমা ইত্যাদি।
- ৩. নাচন কৃৎ প্রত্যয়। √নাচ্ + অন = নাচন।
- 8. শুনানি কৃৎ প্রত্যয়। √শুন + আনি = শুনানি।
- শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে
 নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।
 য়েমন
 হাতল
 য়েলল
 ও মুখর
 ইত্যাদি।
- ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতুর শেষে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে
 নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।
 য়েমন
 জিত, ছাড়, কাঁদন, উড়ন্ত, ডুবন্ত ইত্যাদি।
- **৯. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ**?জোতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. বাক্ + ধান = বাগদান

খ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

গ. পর + পর = পরস্পর

ঘ. সম + সার = সংসার

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- যেসব সন্ধি ব্যাকরণের নিয়মে সিদ্ধ নয় সেগুলোই
 নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন— কুলটা, অন্যান্য,
 গবাক্ষ, গবেন্দ্র, গুদ্ধোধন ইত্যাদি।
- শ্বরে— ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে, ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সিয় হয় তাকে ব্যঞ্জন সিয় বলে।
- বাগদান ব্যঞ্জন সন্ধি।
- উচ্ছেদ ব্যঞ্জন সন্ধি।
- সংসার ব্যঞ্জন সন্ধি।
- ১০. 'লবণ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ—জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. লে + অন

খ. লব + অন

গ. লো + অন

ঘ. ল + বন

উত্তরঃ গ

বিদ্যাবাডির ব্যাখ্যা:

- ▼ স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'এ' কারের স্থানে 'অয়', ঐকারের স্থানে আয়, ও কারের স্থানে অব এবং ঔ
 কারের স্থানে 'আব' হয়, ও + অ = অব + অ
 অর্থ্যাৎ লো + অন = লবণ।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি বিচ্ছেদ
 বনৌষধি = বন + ওষধি
 অতীত = অতি + ইত
 নদ্যমু = নদী + অমু
 বিপচ্ছায়া = বিপদ + ছায়া
 ষড়ানন = ষট্ + আনন ইত্যাদি।
- ১১. 'অধর পল্লব' কোন সমাসের উদাহরণ? জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. তৎপুরুষ

খ. বহুব্রীহি

গ. কর্মধারয়

घ. घन्ध

উত্তর: গ

- সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এতে দুটো পদই বিশেষ্য হয় এবং উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন— অধর পল্লবের ন্যায় = অধরপল্লব, কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী, পদ্ম লোচনের ন্যায় = পদ্মলোচন ইত্যাদি।
- পূর্বদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে
 সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে
 তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন— মধুতে মাখা =
 মধুমাখা, ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত, বইকে পড়া =
 বইপড়া ইত্যাদি।
- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য নতুন অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন— অল্প বয়স যার = অল্পবয়সী, নদী মাতা যার = নদীমাতৃক, সহ উদর যার = সহোদর ইত্যাদি।
- যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে সংযোজক অব্যয়্ন লোপ পায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন— মাতা ও পিতা = মাতাপিতা, রাজা ও বাদশা = রাজাবাদশা, সুখ ও দুঃখ = সুখদুঃখ ইত্যাদি।

১২. 'ব্যায়ামে শরীর ভালো থাকে'— এ বাক্যে 'ব্যায়ামে' কোন কারকে কোন বিভক্তি? জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক, করণে ৭মী

খ, কর্মে ৭মী

গ, অপাদানে ৭মী বিদ্যাবাডির ব্যাখ্যা: ঘ অধিকরণে ৭মী উত্তর: ক

- করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। কর্তা যার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণ কারক বলে।
- ক্রিয়াকে 'কিসে', 'কিসের সাহায্যে', সাহায্যে' দ্বারা প্রশ্ন করা হলে যে উত্তর পাওয়া যায়. তাই করণ কারক। যেমন— ফুল দিয়ে মালা গাঁথ। সে বল খেলে ইত্যাদি।
- করণ কারক সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
- যাকে অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে। ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' দারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্মকারক। যেমন
 গরু ঘাস খায়, ঘোড়া গাড়ি টানে, রহিম ফুল তুলছে ইত্যাদি।
- যা থেকে কোন কিছু গৃহীত, বিচ্যুত, জাত, ভীত, উৎপন্ন, রক্ষিত ইত্যাদি হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়া পদকে কোথা হতে, কি হতে, কিসের থেকে ইত্যাদি প্রশ্ন করলে উত্তরে যে কারক পাওয়া যায়, তাই হলো অপাদান কারক। যেমন– জমি থেকে ফসল পাই, শুক্তি থেকে মুক্তো মেলে, তিলে তেল হয় ইত্যাদি।
- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে (সময় এবং স্থানকে) অধিকারণ কারক বলে। ক্রিয়াকে 'কোথায়', 'কী বিষয়ে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকরণ কারক। যেমন— বনে বাঘ থাকে, শীতকালে পাত ঝরে, আকাশে চাঁদ উঠেছে ইত্যাদি।
- ১৩. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে'— এক কথায় কি হবে? জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. পঠিত

খ অধীত

গ, অধ্যয়িত

উত্তর: খ

ঘ, অধ্যায়িত বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- পঠিত— পাঠ করা হয়েছে এমন।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ— অনতিক্রম্য—অতিক্রম করা যায় না যা। বলাকা—উড়ন্ত পাখির ঝাঁক। অগত্যা—গত্যন্তর না থাকা। চাক্ষ্র—চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত। সব্যসাচী—দু'হাত সমান চলে যার ইত্যাদি।

১৪. যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে–

[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. অচিন্তনীয়

খ. ভূতপূর্ব ঘ. অভাবনীয়

উত্তর: গ

গ. অবিমৃষ্যকারী বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- যা চিন্তা করা যায় না—অচিন্তনীয়।
- যা পূর্বে ছিল এখন নেই—ভূতপূর্ব।
- ভাবা যায় না এমন—অভাবনীয়।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ-ভূয়োদর্শী—বহু দেখেছে যে। অদৃষ্টপূর্ব—পূর্বে দেখা যায়নি। অনিন্দ্য-নিন্দার যোগ্য নয় যা। প্লবগ—যা লাফিয়ে চলে। লিন্সা—লাভ করার ইচ্ছা ইত্যাদি।

১৫. 'Editor' শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?

[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-২০২৩]

ক. সম্পাদকীয় গ. নির্বাচক

খ. সম্পাদক

ঘ. সাংবাদিক

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ির ব্যাখ্যা:

- সম্পাদকীয়

 Editorial
- নির্বাচক– Elector
- সাংবাদিক

 Journalist
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা— Conciliation— মীমাংসা Lateral – পার্শ্বিক Jeopardise– বিপন্ন করা Ingress— প্রবেশাধিকার

Freight– পরিবহণ মাণ্ডল ইত্যাদি।

পোস্টমাস্টার জেনারেল (পোস্টম্যান)-বাংলা

লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চউগ্রাম-২০২৩]

ক. ধাঁধা খ. ছডা

ঘ. গাথা/কাহিনী উত্তর: খ গ. প্রবাদ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছড়া মানুষের মুখে-মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য।
- এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- এটি সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা।
- যিনি ছড়া লেখেন তাঁকে ছড়াকার বলা হয়।
- 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'ঘুম পাড়ানি ছড়া' ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত।
- ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। একে হেঁয়ালি বলা হয়। যেমন— 'মাঠে ঘাটে জল নেই, গাছের মাথার জল'।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করা হলে তাকে প্রবাদ বলে। যেমন— 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'।
- গাথা হলো বিশেষ্য পদ। এর অর্থ শ্লোক, গান, কাহিনীমূলক গীত। নক্সীকাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ইত্যাদি গাথাকাব্যের উদাহরণ।
- মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর কততম বৃহত্তম ভাষা? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩

ক. ৮ম খ. ৮ম গ. ৬ষ্ঠ

ঘ. ৭ম উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বে প্রায় ২৪২ মিলিয়ন লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।
- বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী দেশ ৪টি।
- মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্ব ভাষা তালিকায় বাংলার অবস্থান পঞ্চম।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।
- বাংলা ভাষা হলো একটি ইন্দো-আর্য ভাষা।
- ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপের মধ্যবর্তী সকল ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে আরো প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যথা- কেন্তুম ও শতম।

- ভাষাকে ভাবের বাহন বলা হয়।
- দেশ-কাল-পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ঘটে।
- রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কত সালে প্রকাশিত হয়? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩] ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৬৬৫ সালে গ. ১৮২০ সালে ঘ. ১৮২২ সালে নোট: রাজা রামমোহন রায় রচিত 'Bengali Grammer in English Language' ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে অনুদিত করেন, যা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:
 - রামমোহন রায়ের (১৭৭২–১৮৩৩) 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
 - 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙ্গালির রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
 - এটি তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ।
 - বাংলা প্রবন্ধ লেখার প্রথম কৃতিত্ব রাজা রামমোহন রায়ের।
 - ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেয়।
 - প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় 'ব্রাক্ষ্ম-সমাজ' (১৮১৮) প্রতিষ্ঠা করেন।
 - তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিংক 'সতীদাহ প্রথা' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
 - তিনিই প্রথম ইংল্যান্ড গমনকারী বাঙালি ।
- ব্যাকরণের যে অংশে শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই অংশের নাম কী?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক, অৰ্থতত্ত খ. বাক্যতত্ত গ. রূপত্ত্ত ঘ. বৰ্ণত্ত বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- অর্থতত্ত্বের অন্য নাম বাগর্থতত্ত্ব।
- সকল ভাষায় ব্যাকরণের প্রধানত চারটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা-ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রুপতত্ত, অর্থতত্ত, বাক্যতত্ত বা পদক্রম।

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব	ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালী, ণত্ব ও
	ষত্ব বিধান, উচ্চারণের স্থান,



উত্তর: ক

	ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস,
	ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি ইত্যাদি।
শব্দতত্ত্ব বা	সমাস, কারক, বচন, পুরুষ,
রুপত্ত্ব	প্রকৃতি ও প্রত্যয় ইত্যাদি।
বাক্যতত্ত্ব বা	উক্তি, বাচ্য, প্রবাদ-প্রবচন,
পদক্রম	বাগধারা, যতি বা ছেদ চিহ্ন
	ইত্যাদি।
অর্থতত্ত্ব	পারিভাষিক শব্দ, বিপরীত শব্দ,
	প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা
	ইত্যাদি।

মূলত শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে —— উৎপন্ন হয়?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. বাক্য গ. শব্দ

খ. ধ্বনি

ঘ. বর্ণ

উত্তরঃ খ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনি ভাষার মৌলিক অংশ।
- কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।
- মানুষের মুখনি:সূত অর্থবোধক আওয়াজকে ধ্বনি
- ধ্বনিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
- এক বা একাধিক বিভক্তিযুক্ত পদের দারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরুপে প্রকাশ পায়, তাকে বাক্য বলে।
- শব্দ বলতে কোন ভাষার মৌখিক ও লৈখিক একককে বোঝায়।
- ধ্বনির লিখিত রুপকে বলা হয় বর্ণ।
- মৌলিক ব্যঞ্জন ধ্বনি কয়টি? (পাস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. ২৮টি

খ. ২৯টি

গ. ৩০টি

ঘ. ৩১টি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে কোথাও না কোথাও কোনভাবে বাধা পায় বা ঘৰ্ষণ লাগে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- ব্যঞ্জনধ্বনি কখনো স্বর্ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না।
- যেকোন ব্যঞ্জনধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য একটি স্বরধ্বনির সাহায্য নিতে হয়।
- মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি দেয়া হলো-[প],[ফ],[ব],[ভ],[ত],[থ],[দ],[ধ],[ট],[ঠ],[ড],[ঢ],[চ],

- [ছ],[জ],[ঝ],[ক],[খ],[গ],[ঘ],[ম],[ণ],[ঙ],[স],[শ],[হ] [ল] [র] [ড়] [ঢ়]।
- এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।
- উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী 'শ' কেমন ধ্বনি? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চউগ্রাম-২০২৩]

ক. তালব্য

খ. কণ্ঠ্য

গ. মূর্ধন্য

ঘ, দন্ত্য

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শ' তালব্য ধ্বনি।
- তালব্য বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি জিভের পাতা উঁচু করে অগ্রতালুর সঙ্গে লাগিয়ে যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে তালব্য বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। (উচ্চারণস্থান অগ্রতালু, উচ্চারক-জিভের পাতা)
- ্রএক একটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের জন্য কমপক্ষে দুটি বাকযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এদের একটি থাকে মুখবিবরের নিচের ভাগে, অন্যটি থাকে উপরের
- উচ্চারণের স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:-

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	বৰ্ণ	
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	প,ফ,ব,ভ,ম	
দন্ত্য ব্যঞ্জন	ত,থ,দ,ধ	
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	ণ,র,ল,স	
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	ঢ়,ৡ৾৻ড়৾৻ঢ়৾৻ড়	
তালব্য ব্যঞ্জন	চ,ছ,জ,ঝ,শ	
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	ক,খ,গ,ঘ,ঙ	
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	र र	

'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. একাগ্ৰতায়

খ. সমান ব্যবহার

গ. সমভাবনায়

ঘ একযোগে

উত্তর: ঘ

- 'সমভিব্যাহারে' কথাটির অর্থ একযোগে, সঙ্গে, সংঘবদ্ধ হয়ে।
- 'সমভিব্যাহারে' শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ।
- যেমন- মন্ত্রী অমাত্য সমভিব্যাহারে রাজা শিকারে চললেন।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ দেয়া হলো-
 - জাহাকুল আবদ গোলামের হাসি

- প্রথিত বিখ্যাত
- পঞ্চম স্বর কোকিলের সুরলহরী
- কপর্দকহীন নি:স্ব
- আসার প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. দ্বীপ + আয়ন

খ. দ্বীপ + অয়ন

গ. দ্বিপ + অনট

ঘ, দ্বীপ + অনট উত্তর: খ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- দৈপায়ন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ = দ্বীপ + অয়ন।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ দেয়া হল-
 - শশাঙ্ক = শশ + অঙ্ক
 - ক্ষুধাৰ্ত = ক্ষুধা + ঋত
 - নয়ন = নী + **অ**নট
 - প্রত্যেক = প্রতি + এক
 - মহৌষধ = মহা + ওষধি ইত্যাদি।

১০. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

- ক. লুইপা
- খ. কাহ্নপা
- গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাহ্নপা পদের সংখ্যা ১৩টি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- লুইপা ২টি পদ রচনা করেছেন।
- চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হয়।
- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি বলা হয়।

১১. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ কোনটি? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চউগ্রাম-২০২৩]

ক. শাশ্বত বঙ্গ

খ. প্রবন্ধ সংগ্রহ

গ পঞ্চন্ত্র

ঘ, কালান্তর

উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪–১৯৭৪) প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন।
- তিনি প্রায় ১৮টি ভাষা জানতেন।
- তিনি কাজী নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন।
- তিনি ছিলেন মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের বংশধর।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো- দেশে-বিদেশে, শবনম, ময়ুরকন্ঠী, চাচা-কাহিনী, তুলনাহীন ইত্যাদি।
- গ্রন্থ 'শ্বাশত বঙ্গু' কাজী আবদুল ওদুদের লেখা।
- গ্রন্থ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রমথ চৌধুরীর লেখা।
- 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

১২. সারাংশ লিখনে একাধিক অনুচ্ছেদ থাকা —

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চউগ্রাম-২০২৩]

ক. অপরিহার্য

খ. বাঞ্চনীয়

গ, অসম্ভব

ঘ, অপ্রয়োজনীয় উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য বক্তব্য সংক্ষেপণ।
- সারাংশের মূল উদ্দেশ্য হলো অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরা।
- সারাংশে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হয়।
- সারাংশ লিখতে ভাষার বাহুল্য, উপমা, অলংকার এই সকল বিষয় বর্জনীয়।
- সারাংশে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা নেই।
- সারাংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রাঞ্জলতা।
- সারাংশ প্রথম পুরুষে লিখতে হয়।
- ১৩. একটি পত্রের প্রধান অংশ কয়টি? [পোস্টমাস্টার জেনারেল. পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. ২টি

খ. ৩টি

গ. ৪টি

ঘ ৫টি

উত্তর: ক

বিদ্যাৰাড়ি ব্যাখ্যা: 1 1 2 1 2

- পত্রের দুটি অংশ থাকে, যথা-
 - ক) বাইরের অংশ বা শিরোনাম
 - খ) ভেতরের অংশ বা পত্রগর্ভ
- শিরোনামের প্রধান অংশ প্রাপকের ঠিকানা।
- শিরোনামের অংশে চিঠির খামের ওপরে বামদিকে প্রেরকের ঠিকানা ও ডান দিকে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়।
- 'লেফাফা' শব্দের অর্থ খাম বা চিঠিপত্রের উপরের আবরণবিশেষ; এতে ডাকটিকেট লাগানো হয়।

- পত্রগর্ভ হচ্ছে চিঠির ভেতরের অংশ।
- পত্রের মূল বিষয়কে পত্রের গর্ভাংশ বলা হয়।
- পোস্টাল কোড পোস্ট অফিসের নাম নির্দেশ করে।
- পূর্ণ ও স্পষ্ট ঠিকানার অভাবে চিঠিপত্রগুলোকে 'ডেড লেটার' বলা হয়।

১৪. 'পাঁচ সেরের সমাহার' এক কথায় প্রকাশ কি হবে?

[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩] খ. পশুরী

ক, পরিমেয় গ, পাঁচমিশালী

ঘ, পঞ্চবটি উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পশুরী = পাঁচ সেরের সমাহার।
- পরিমেয় = মাপা যায় এমন।
- পঞ্চবটী = পঞ্চবর্ষের সমাহার।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক কথায় প্রকাশ দেয়া হল-
 - কথায় পটু = বাগীশ
 - অতিক্রম করা যায় না যা = অনতিক্রম্য
 - ইতিহাস জানেন যিনি = ঐতিহাসিক
 - এক থেকে আরম্ভ করে = একাদিক্রমে
 - লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা।
 - কোন কিছুতে ভয় নেই যার = অকুতোভয় ইত্যাদি।

১৫. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?[পোস্ট্মাস্টার পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. ডাব

খ. কুচ্চিত

গ, সচিব

ঘ, বালতি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- সচিব = Secretary.
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেয়া হল-
 - Co-opted = সহযোজিত
 - Consumer goods = ভোগ্যপণ্য
 - Eradication = উচ্ছেদ
 - Etiquette = শিষ্টাচার
 - Custom = প্রথা ইত্যাদি।

১৬. 'ওথ' (Oath) এর অর্থ কী? পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. হলফনামা

খ, জামিন

গ. সত্যসাক্ষ্য

ঘ. লজ্জা

উত্তর: খ

SUCCE

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- হলফনামা = Affidavit
- = A-Shame
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেয়া হল-

- Postage = ডাকমাণ্ডল
- Quarterly = ত্রৈমাসিক
- Scroll = লিপি
- Key-note = মূলভাব
- Obligatory = বাধ্যতামূলক ইত্যাদি।

১৭. 'বিড়ালের আড়ই পা' বাগধারাটির অর্থ কী? [পোস্ট্মাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. লাফালাফি

খ. বেহায়াপনা

গ. লম্পঝাপ

ঘ. লজ্জা

উত্তরঃ খ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- "বিড়ালের আড়াই পা" বাগধারাটির অর্থ বেহায়াপনা।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা দেয়া হলো-
 - আষাঢ়ে গল্প = গাঁজাখুরি গল্প
 - উনপাজুরে = দুর্বল
 - গুড়ে বালি = আশায় নৈরাশ্য
 - কচ্ছপের কামড় = নাছোড়বান্দা
 - খন্ড প্রলয় = তুমুল কান্ড ইত্যাদি।

'হাল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [পোস্টমাস্টার

জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চউগ্রাম-২০২৩]

ক, তৎসম

খ. উত্তম ঘ, বৰ্তমান

উত্তর: গ

গ, সাবেক বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

- হালের বিপরীত শব্দ সাবেক।
- উত্তমের বিপরীত শব্দ অধম।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ দেয়া হল-
 - বিজেতা বিজিত
 - সংশয় প্রত্যয়
 - প্রাচী প্রতীচী
 - প্রসন্ন বিষন্ন
 - স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি।

১৯. 'ধীমান' শব্দের অর্থ কী? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. বুদ্ধিমান

খ. শান্ত

গ. প্রজ্ঞাবান

ঘ. নিরীহ

উত্তর: ক

- 'ধীমান' শব্দের অর্থ বৃদ্ধিমান।
- 'প্রজ্ঞাবান' শব্দের অর্থ গভীর জ্ঞান।
- নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ দেয়া হলো-
 - জুলমাত-অন্ধকার
 - শুক্তি- ঝিনুক

- সায়ন্তন-সন্ধ্যা
- সম্বোধন-আহবান
- প্রকর্ষ-উৎকর্ষ ইত্যাদি।

২০. '<u>তিলে</u> **তৈল আছে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?**[পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]

ক. অপাদানে ৭মী খ. অধিকরণে ৭মী গ. সম্প্রদানে ৭মী ঘ. অপাদানে ৫মী উত্তর: খ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে।
- এই কারকে সপ্তমী অর্থাৎ এ, য়, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়।
- ক্রিয়ার সাথে কোথায়/কখন/কিসে যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকরণ কারক।
- অধিকরণ কারকের উদাহরণ-
 - আকাশে চাঁদ উঠেছে (অধিকরণে ৭মী)
 - এ বছর খুব ভালো ফসল হয়েছে (অধিকরণে শৃন্য)
 - একদিন যাবো (অধিকরণে শূন্য)
 - কাজে মন দাও (অধিকরণে ৭মী)
 - কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল (অধিকরনে ৭মী) ইত্যাদি।
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ,
 দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত
 হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন- জলে
 বাষ্প হয় (অপাদানে ৭মী)

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন-গৃহহীনে গৃহ দাও। (সম্প্রদানে ৭মী)
- অপাদানে ৫মী এর উদাহরণ- ধন হইতে সুখ হয় না।
- ২১. চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত- এটি প্রথম প্রমাণ করেন কে? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]
 - ক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 - খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 - গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 - ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ

উত্তরঃ খ

- ড. সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় (১৮৯০–১৯৭৭) তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'Origin and development of the Bengali language' এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্দশন চর্যাপদ।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কাহ্নপা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছন্মনাম কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি উপাধি দিয়েছেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

your success benchmark



স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কমিউনিটি অর্গানাইজার)-বাংলা

- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'নিষিদ্ধ লোবান' কার রচনা? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]
 - ক. আমজাদ হোসেন
 - খ. হুমায়ূন আহমেদ
 - গ. শওকত ওসমান
 - ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নীল দংশন, তাছাড়া তিনি আরো কিছু উপন্যাস লিখেছেন। যেমনঃ খেলারাম খেলে যা, সীমানা ছাড়িয়ে।
- শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস হলো দুই সৈনিক, জলাঙ্গী, নেকড়ে অরণ্যে।
- হুমায়ুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো: জোছনা ও জননীর গল্প, আগুনের পরশমণি, অনীল বাগচীর একদিন, শ্যামল ছায়া।
- আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো যুদ্ধে যাবো, অবেলায় অসময়, উত্তরকাল, যুদ্ধযাত্রার রাত্রি।
- 'যা লাফিয়ে চলে' এর এক কথায় প্রকাশ কী? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. প্লবগ

খ. অসাড

গ. সসাড়

ঘ. মেটে

উত্তর: ক

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- অসাড় বিশেষণ পদ। অসাড় শব্দের অর্থ— অনুভূতিশূন্য অবশ। উদাহরণ— রোগীর বাম অঙ্গ অসাড়, অজ্ঞান ঘুমে অসাড়।
- যে লাফিয়ে চলে তাকে প্লবগ বলে।
- প্লবগ যেমন: ব্যাঙ, বানর।
- ৩. যৌগিক শব্দ কোনটি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. প্ৰবীণ গ. জলধি খ, তৈল

ঘ. গায়ক

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাকে রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: প্রবীণ, হস্তী, গবেষণা, সন্দেশ।
- সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ

গ্রহণ করে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে। যেমনঃ আদিত্য, জলদ, তুরঙ্গম, পঙ্কজ।

'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০] ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন

গ. সৈয়দ আমীর আলী ঘ. স্যার সলিমুল্লাহ উত্তর: ক বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- নওয়াব আব্দুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন ১৮৬৩ সালে। আব্দুল লতিফ ১৯শ শতকের বাঙালি মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী। তাকে 'মুসলিম রেনেসার অগ্রদৃত' বলা হয়।
- হাজী মুহম্মদ মহসীন ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একজন প্রখ্যাত মুসলিম জনহিতৈষী, ধার্মিক, জ্ঞানী ব্যক্তি। যিনি তার নিজের দানশীলতার মহৎ গুণাবলীর জন্য দানবীর খেতাব পেয়েছিলেন।
- সৈয়দ আমীর আলীর ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কয়েকটি বিখ্যাত বই রচনা করেছিলেন।
- বইগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম।
- রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. স্বরবৃত্ত

খ. অক্ষরবৃত্ত

গ. মন্দাক্রান্তা

ঘ. মাত্রাবৃত্ত

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- সোনার তরী কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ) বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত প্রধান তিনটি ছন্দের একটি। অন্য দুটি হলো স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার হতে পারে।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়। অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়।
- 'লেফাফাদুরস্ত' বাগধারায় 'লেফাফা' শব্দের

আভিধানিক অর্থ— [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. পোশাক

খ. খাম

গ. দেনা

ঘ. ফাঁপা

উত্তরঃ খ



বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- লেফাফা শব্দের অর্থ মোডক। লেফাফা আরবি শব্দ, বিশেষ্য পদ। এর অর্থ চিঠি প্রভৃতি প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত কাগজের তৈরি মোড়ক, খাম, ইংরেজিতে বলে Envelope।
- 'ছাদ থেকে নদী দেখা যায়' এখানে 'ছাদ' কোন কারকে কোন বিভক্তি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০] ক, কর্মে পঞ্চমী খ, করণে পঞ্চমী গ. অপাদনে পঞ্চমী ঘ. অধিকরণে পঞ্চমীউত্তর: ঘ বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:
 - ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধার (স্থান) কে অধিকরণ কারক বলে।
 - স্থান-সময়-বিষয় বুঝালে অধিকরণ কারক হয়।
 - প্রদত্ত প্রশ্নে "ছাদ" শব্দটি অধিকরণ কারক।
 - আকাশে চাঁদ উঠেছে— অধিকরণ কারক, প্রভাতে সূর্য উঠে— অধিকরণ কারক।
- **'রাতৃল' শব্দের অর্থ** [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০] ক. লাল মোরগ খ, লাল পদ্মা গ. লাল শামুক ঘ. লাল **উত্তর:** ঘ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ
 - রাতুল বিশেষণ পদ।
 - লাল রক্তবর্ণ, রাঙা রাতুল চরণ।
 - তামুল রাতুল হইলো অধর পরশে (মূলে আছে-তামুলের রক্ত লেগে অধর রক্তিম হল)।
- 'কেষ্ট বিষ্ট্র'— এর অর্থ কী?[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০] খ. উভয় সংকট ক, প্রণাম

গ্ৰ লণ্ড-ভণ্ড ঘ, গণ্যমান্য উত্তর: ঘ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শাখের করাত বাগধারাটির সঠিক অর্থ উভয় সংকট।
- কেষ্ট-বিষ্টু বাগধারাটির সঠিক অর্থ গণ্যমান্য।
- প্রারম্ভিক সম্বোধনকে প্রণাম বা নমস্কার বলে।
- ১০. 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক, সলিল খ. উদক ঘ. নীর গ. জলধি উত্তর: গ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জলের সমার্থক শব্দগুলো হলো: জল, সলিল, উদক, নীর, পানি, জীবন।
- সমুদ্রের সমার্থক শব্দগুলো হলো: সমুদ্র, বারিধি, পারাবার, জলধি।

- ১১. 'মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন' বাক্যটিতে 'খাওয়াচ্ছেন' কোন **ক্রিয়াপদের উদাহরণ?** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]
 - খ. দ্বিকর্মক ক. ঋণাত্মক
 - গ. যৌগিক ঘ. ণিজন্ত উত্তর: ঘ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
 - একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: সাইরেন বেজে উঠল।
 - যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্যের দারা অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে ৷
 - একে ণিজন্ত ক্রিয়াও বলা হয়। যেমন: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
- ১২. মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে কী বলে?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. ওডিসি খ. হায়ারোগ্লিফিক
- গ, প্যাপিরাস ঘ, ক্যালিওগ্রাফি উত্তর: খ বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:
 - মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে হায়ারোগ্লিফিক
 - হায়ারোগ্লিফিকে মিশরীয়দের অবদান অনস্বীকার্য।
 - তারা মানচিত্র, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেন।
 - মিশরীয় ফারাও রাজত্বকালে মেনেসের হায়ারোগ্লিফিক লিপির সৃষ্টি হয়।
 - এই লিপিতে সর্বশেষ ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফিলিতে অবস্থিত দেবী আইসিসের মন্দিরের গায়ে লেখা
- ১৩. 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]
 - ক. দিলারা হাশেম
 - খ, রাজিয়া খান
 - গ, রিজিয়া রহমান
 - ঘ. সেলিনা হোসেন

উত্তর: খ

- বটতলার উপন্যাস গ্রন্থের লেখিকা রাজিয়া খান।
- দিলারা হাশেম এর উপন্যাস— আমলকীর মৌ, ঘর মন জানালা।
- সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো হলো: জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা, হাঙর নদী গ্রেনেড,



পোকামাকড়ের ঘরবসতি, কালকেতু ও ফুল্লুরা, ১৭. 'আচেহ প্রদেশ' কোন দেশের অংশ? কাঁটাতারের প্রজাপতি।

খ, ড্যাস

১৪. বাংলায় পাদচ্ছেদ কোন চিহ্নকৈ বলে?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. দাঁড়ি

উত্তর: গ ঘ. কোনটিই নয়

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

গ, কমা

- কমাকে বলা হয় পাদচ্ছেদ।
- সেমিকোলনকে বলা হয় অর্ধচ্ছেদ।
- দাঁড়িকে বলা হয় পূর্ণচ্ছেদ।
- হাইফেনকে বলা হয় শব্দসংযোগ চিহ্ন।

১৫. 'ভারসাম্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

- ক. প্রত্যয় জনিত কারণে
- খ. উপসর্গ জনিত কারণে
- গ, সন্ধি জনিত কারণে
- ঘু কারক জনিত কারণে উত্তর: ক বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- প্রত্যয়-ঘটিত অশুদ্ধি যেমন: ঐক্যতা থেকে ঐক্য প্রযুজ্য থেকে প্রযোজ্য বরিত থেকে বৃত ভাগ্যমান থেকে ভাগ্যবান
- সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি অধঃগতি থেকে অধোগতি অদ্যপি থেকে অদ্যাপি

১৬. 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

vour suc

- ক. মুন্সি মেহেরুল্লাহ
- খ, কামিনী রায়
- গ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য
- ঘ. মোজাম্মেল হক

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মোজাম্মেল হক শান্তিপুর নামে মাসিকপত্র, মোসলেম ভারত ও (১৯২০), লহরি (১৮৯৯) নামে পত্রিকা সম্পাদনা করে।
- সঞ্জয় ভট্টাচার্য পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বাংলা ১৩৩৯ সনের বৈশাখ মাস থেকে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- কল্লোল, কালিকলম এর সমর্থন পায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা।

[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. মালয়েশিয়ার

খ. ইন্দোনেশিয়ার

গ. থাইল্যান্ডের বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

ঘ, মায়ানমারের উত্তরঃ খ

- বান্দা আচেহ হলো ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর।
- এটি সুমাত্রা দ্বীপে অবস্থিত এবং উচ্চতা ৩৫ মিটার। শহরটি ৬১.৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এবং ২০১০ সালের আদমশুমারিতে এর জনসংখ্যা ছিল ২,২৩,৪৪৬ জন।
- ১৮. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক **সৈন্যের সমাহার'** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. চতুরঙ্গ

খ. সংশপ্তক

গ. কুশীলব

ঘ. শালপ্রাংশু উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরাজয় জেনেও যে হাল ছাড়ে না তাকে সংশপ্তক
- কুশীলব/বিশেষ্যপদ/মূল অর্থ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয় কুশ ও লভ, গায়ক, চারন, নাটকের পাত্রপাত্রী গন।
- শালপ্রাংশু হল শালগাছের মত দীর্ঘাকার।
- ১৯. কোনটি তৎপুরুষ সমাস? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-२०२०

ক. জ্ঞানমানব

খ. মহাকাব্য

গ. শতাব্দী

ঘ. মন্ত্ৰমুগ্ধ

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জ্ঞানমানব এর সঠিক ব্যাসবাক্য হলো জ্ঞানী যে মানব।
- মহাকাব্য এর সঠিক ব্যাসবাক্য হলো মহান যে কাব্য।
- শতাব্দী এর সঠিক ব্যাসবাক্য হলো শত অব্দের
- মন্ত্রমুগ্ধ এর ব্যাসবাক্য হলো, মন্ত্র দারা মুগ্ধ।
- ২০. 'হেলাল' শব্দের সমার্থক-ছোনীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-

ক. আদিত্য

গ, আংশুমান

ঘ, ফাল্পনী

উত্তর: খ

- হেলাল শব্দের অর্থ হলো চাঁদ।
- হেলাল শব্দের সমার্থক শব্দ হলো রাকা। রাকা অর্থ চাঁদ।
- আদিত্য হলো সূর্যের সমার্থক শব্দ। সূর্যের সমার্থক শব্দগুলো হলো: ভাস্কর, আদিত্য, রবি, তপন, ভানু, দিবাকর, মার্তণ্ড, মিহির।

- ২১. 'খাপছাডা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]
 - ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 - খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 - গ. জসীমউদ্দিন
 - ঘ. দিজেন্দ্রলাল রায়

উত্তর: খ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায় এর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো: বড়দিদি, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, পথের দাবী, দেনাপাওনা।
- রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হলো: মধ্যবর্তিনী, শেষকথা, মাল্যদান, মহামায়া, স্ত্রীরপত্র।
- জসীমউদদীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: নকশী কাঁথার মাঠ, ধানখেত, এক পয়সার বাঁশি।
- দিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান "ধন ধান্য পুল্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"।
- দিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত নেন।
- ২২. 'আইনজীবী' শব্দটি কোন দুইয়ের যোগফল? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]
 - খ. আরবি + তৎসম ক. তৎসম + ফারসি
 - উত্তর: গ. তদ্ভব + তৎসম ঘ. তৎসম + আরবি

নোট: আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)। বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আইনজীবীর সঠিক মিশ্র শব্দ হলো ফারসি +
- আরো কিছু মিশ্র শব্দ (তৎসম ফারসি) উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো: শ্রমিক মালিক (তৎসম + ফারসি) শাকসবজি (তৎসম + ফারসি)

রাজা বাদশা (তৎসম + ফারসি)

ফুলদানি (তৎসম + ফারসি) আইনজীবী (ফারসি + তৎসম)

২৩. 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২০]

ক. আলুনি

খ. অকাজ

গ. আবছায়া

ঘ. নিখুঁত

উত্তর: ক

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয় অকাজ, অকেজো, অপয়া, অচেনা।
- অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় আকাড়া, আধায়া, আলুনি, আঢাকা, আঘাটা।
- অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় আবছায়া, আবডাল।
- নাই অর্থে ব্যবহৃত হয় নিখুঁত, নিখোজ, নিলাজ।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী পরিচালক (অর্থ)- বাংলা

- রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনটি? বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩
 - ক চোখের বালি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- খ, বলাকা
- গ. ঘরে বাইরে
- ঘ. রক্তকরবী
- উত্তর: ঘ

"রক্ত করবী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৭ মে. ১৮৬১–৭

- আগস্ট, ১৯৪১) একটি রূপক সাংকেতিক নাটক। "রক্ত করবী" নাটক প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে।
- "রক্ত করবী" নাটকে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো: ছুটি, হৈমন্তী, চিরকুমার সভা, ভানুসিংহের পত্রাবলী, মায়ার খেলা ইত্যাদি।
- তাকে 'গুরুদেব' উপাধি দেন মহাত্মা গান্ধী।
- 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্তিক উপন্যাস।

- 'বলাকা' হলো গতিচেতনা বিষয়ক কাব্য। কাব্যটি উইলিয়াম পিয়রসনকে উৎসর্গ করা হয়।
- 'ঘরে-বাইরে' হলো চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস।
- **'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
 - ক. সাহায্যকারী
- খ. তোষামুদে
- গ. বাদক ঘ. আমুদে

- 'ঢাকের কাটি' বাগধারাটির অর্থ তোষামুদে।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা দেয়া হলো—
 - * আদিখ্যেতা—ন্যাকামি
 - উত্তম মধ্যম—প্রহার
 - গড্ডলিকা প্রবাহ—অন্ধ অনুকরণ
 - কাছা ঢিলা—অসাবধান
 - ডাক বুকো—দুরন্ত ইত্যাদি।



- নিচের কোনটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩] ক. স্টেম্বন খ. ইস্টিশন
 - গ. স্টেশন বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
 - স্টেশন বানানটি হলো শুদ্ধ।
 - নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান দেয়া হলো–

ঘ. প্তেশন

- একান্নবর্তী
- * ছান্দসিক
- প্রতিদন্দী
- বুদ্ধিজীবী
- * কুসংস্কার ইত্যাদি।
- 'বনফুল' কার ছদ্মনাম?[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
 - ক. প্রমথ চৌধুরী
 - খ. যতীন্দ্রনাথ বাগচী
 - গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
 - ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

উত্তর: গ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯–১৯৭৯) প্রথম জীবনীনাটক রচনা করেন।
- তিনি ছোটগল্পের শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- তার কিছুগুরুত্বপূর্ণ কাজ— মৃগয়া, রাত্রি, বনফুলের কবিতা, চতুর্দশী, দৈরথ ইত্যাদি।
- সাহিত্য রচনার জন্য "পদ্মভূষণ" উপাধি লাভ করেন।
- 'মালঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।
- প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম 'বীরবল'।
- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত।
- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ছদ্মনাম রামচন্দ্র দাস সংক্ষেপে রাম।
- 'ञ्चाभिना विश्वुद्ध विधि ञ्चानुद्ध ननार्धे' এখानে 'विधू' कि? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

খ. চাঁদ ক. সমুদ্র গ. আকাশ

ঘ. বায়ু উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চাঁদের আরো কিছু সমার্থক শব্দ— শশাঙ্ক, চন্দ্র, নিশাকর, শশধর, হিমাংশু ইত্যাদি।
- সমুদ্রের কিছু সমার্থক শব্দ— সাগর, মহাসমুদ্র, উদধি, অমুধি, অর্ণব ইত্যাদি।
- আকাশের সমার্থক শব্দ— আসমান, অম্বর, গগন, ব্যোম, দ্যুলোক ইত্যাদি।

- বায়ুর সমার্থক শব্দ— বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর ইত্যাদি।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এ কবিতাংশটি কোন কবির? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
 - ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
 - খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
 - গ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
 - ঘ, কাজী নজরুল ইসলাম

উত্তরঃ গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও (১৭১২–১৭৬০) মঙ্গল কাব্যধারার শেষ কবি "অনুদামঙ্গল" ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত কাব্যের একটি বিখ্যাত উক্তি এটি।
- কাব্যে উক্তিটি ব্যবহার করেছেন ঈশ্বর পাটনী।
- নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 'অনুদামঙ্গল' কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে "রায়গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করেন।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে তুলনা করেন "রাজকণ্ঠের মণিমালার"-র সঙ্গে।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাভিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয়।
- কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি বলা হয়।
- চর্যাপদ কি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩] ক. উপন্যাসধর্মী 💎 খ. কাব্যধর্মী 🕢 গ. আত্মজীবনী ঘ. ভ্ৰমণকাহিনী উত্তরঃ খ

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন
- চর্যাপদ গানের সংকলন বা সাধন সংগীত বা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন।
- ১৮৮২ সালে 'বিবিধার্থ পত্রিকা'র সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির একটি তালিকা প্রস্তুত



- Buddhist Literature in Nepal"
- চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে সান্ধ্যভাষা/সন্ধ্যাভাষা বলে আখ্যায়িত
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।
- ড. শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের পদকর্তা ২৩ জন, ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের পদকর্তা ২৪ জন।
- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা লুইপা।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কী?[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]

ক. বৰ্ণ

খ. শব্দ

গ. ধ্বনি

ঘ. বাক্য

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনি ভাষার মৌলিক অংশ।
- কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।
- মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকে ধ্বনি বলে।
- ধ্বনিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
- ধ্বনির লিখিত রূপ হলো বর্ণ।
- শব্দ বলতে কোনো ভাষার মৌখিক ও লৈখিক একককে বোঝায়।
- এক বা একাধিক বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে।
- নিচের কোনটি শুদ্ধ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩] ক. সমিচীন খ, সমীচীন

গ. সমীচিন বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

ঘ. সমিচিন 💛 উত্তর: খ

- সমীচীন শুদ্ধ বানান।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান দেয়া হল:
 - মুহূর্ত
 - ভবিষ্যদ্বাণী
 - গোধূলি
 - বিকেন্দ্রীকরণ
 - উজ্জ্বল্য ইত্যাদি।

করেন। এই তালিকাটির নাম "The Sanskrit **১০. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ?** বিংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩

ক. বাংলা

খ. সংস্কৃত

গ, বর্মি

ঘ, ফারসি

উত্তরঃ গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- "লুঙ্গি" বর্মি ভাষার শব্দ।
- বর্মি ভাষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ কুলা, খড়, গঞ্জ, চাউল, ডাব ইত্যাদি।
- ফারসি ভাষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আইন, কারবার, বেহেশত, দারোয়ান, মৌসুমী ইত্যাদি।
- ১১. অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩
 - ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 - খ. প্রমথ চৌধুরী
 - গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 - ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)।
- ১৮৪৩ সালে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় মাইকেল তাঁর "পদ্মাবতী" নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান।
- তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটান "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত "দত্ত কুলোডব" কবি।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো: মেঘনাদবধ, তিলোত্তমাসম্ভব, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী ইত্যাদি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।
- ১২. 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে, সেখানেও ছিলাম আমি' এটি কোন কবিতার অংশবিশেষ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
 - ক. সোনার তরী

খ. বিদ্রোহী

গ, বনলতা সেন

ঘ. আমার স্বাধীনতা উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

- "বনলতা সেন" কবিতাটি লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)।
- তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক
 ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
- তাকে রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময় কবি বলা হয়।
- তাঁর ওপর গবেষণা করেন ক্লিনটন বি.সিলি।
- তাঁর কিছু বিখ্যাত কর্ম হলো ধূসর পাভুলিপি, ঝরা পালক, রূপসী বাংলা, বাংলার তীরে, মহাপৃথিবী ইত্যাদি।
- "বনলতা সেন"— এই কবিতাটি প্রধানত রোমান্টিক গীতি কবিতা হিসেবে সমাদৃত, এতে মোট কবিতা ৩০টি।
- 'সোনার তরী' হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত
 একটি বিখ্যাত বাংলা কাব্যগ্রন্থ।
- 'বিদোহী' কবিতাটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- ১৩. 'চৈত্র দুপুরে একেলা পুকুরে গ্রামীণ মেয়ের অবাধ সাঁতার' কবিতাংশটি কোন কবির?বিংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩]
 - ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুকুমার রায়
 - গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. শামসুর রহমান উত্তর: ঘ বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
 - উপরে বর্ণিত লাইনটি "স্বাধীনতা তুমি" কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে।
 - শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬) মুক্তিযুদ্ধকালে
 তিনি কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় 'মজলুম আদিব'
 ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।

ur success

তিনি "নাগরিক কবি" হিসেবে খ্যাত।

- তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি।
- "স্বাধীনতা তুমি"
 — মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে কবিতাগুলো রচনা করেন।
- জীবনানন্দ দাশকে রূপসী বাংলা কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময়় কবি বলা হয়।
- সুকুমার রায়ের ছ৸নাম "উহ্যমান পভিত"।
- শৈরদ আলী আহসান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে "চেনাকণ্ঠ" ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

১৪. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩
 ক. নদ
 খ. ননদ
 গ. কবিরাজ
 ঘ. ব্রাক্ষণ
 উত্তর: গ
 বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কবিরাজ শব্দটির লিঙ্গান্তর হয় না।
- ননদের স্ত্রী লিঙ্গ— দেবর ও ননদাই।
- লিঙ্গান্তর হয় না এমন কিছু শব্দ হলো
 কুলটা,
 পত্নী, সৎমা, যোদ্ধা, সেনাপতি ইত্যাদি।
- ১৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-২০২৩ ক. ইতোমধ্যে খ. ইতিমধ্যে গ. ইতঃমধ্যে ঘ. ইতোঃমধ্যে উত্তর: ক বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যাঃ
 - ইতোমধ্যে বানানটি শুদ্ধ।
 - কিছু গুরুত্বপূর্ণ শুদ্ধ বানান দেয়া হল—
 - * প্রতিযোগিতা
 - * সান্ত্রনা
 - * সমীচীন
 - * শাশত
 - বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি